দৈনিক ইত্তেফাক
ভোরের কাগজ

DEC. 23 2001

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নানা সমস্যা প্রসঙ্গে

ঢাকা, রূপগঞ্জের তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নানা সমস্যা বর্ণিত হইয়াছে গত ২১শে ডিসেম্বর তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকের তৃতীয় পৃষ্ঠার একটি বৃহৎ প্রতিবেদনে। সমস্যাগুলি কিছুই নূতন নয়। সমস্যার মধ্যে রহিয়াছে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে স্থান সংকুলানের অভাব, আসবাবপত্র ও চেয়ার-টেবিল যথেষ্ট না থাকা, যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষকের অভাব, বিদ্যালয় ভবন জরাজীর্ণ কিংবা ভঙ্গুর হইয়া পড়া, বিদ্যালয়ের জমি ও মাঠ বেদখল হইয়া যাওয়া ইত্যাদি। এই সবই শিক্ষাঙ্গনের পুরনো সমস্যা। অসংখ্যবার এইসব সমস্যা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় স্থান পাইয়াছে। প্রতিকার চাহিয়া লেখালেখিও হইয়াছে বিস্তর।

প্রাথমিক বিদ্যালয় তথা শিক্ষাঙ্গনের এইসব সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা মোটেও নয়। কাজ হয়তো ঈপ্সিত গতিতে কিংবা যথাসময়ে হয় না, কাজ করিতে গিয়া অকাজও হয় প্রচুর, আর নির্মাণকাজ এবং আসবাবপত্র তৈরী ও দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহে অব্যবস্থা ও দুর্নীতি তো আছেই.তবে কাজের কাজ একেবারে কিছু হয় না ইহা সত্য নয় মোটেই। বিলম্বে এবং ধীরগতিতে হইলেও কাজ ঠিকই হয়। বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের স্থান-সংকুলানের সমস্যা একদিন মিটিয়া যায়, যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষকের নিযুক্তিতে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের শক্তি-বল বৃদ্ধি পায়, আসবাবপত্র এবং চেয়ার-টেবিলের অভাব শেষ পর্যন্ত কোন বিদ্যালয়ে থাকে না, জরাজীর্ণ ও ভঙ্গুর বিদ্যালয় ভবনেরও সংস্কার কর্ম একদিন সমাধা হয়, এমনকি বিদ্যালয় কখনু কখনু উহার নূতন ভবনও পাইয়া যায়। তবে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে যাহা সাধারণতঃ হইতে দেখা যায় না তাহা হইতেছে শিক্ষা ও শিক্ষকের মানোন্নয়নে কোন উদ্যোগ গ্রহণ।

যে কোনো স্তরের বিদ্যালয়ের জন্য যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষক, প্রয়োজনীয়সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ, আসবাবপত্র, সরঞ্জাম, চেয়ার-টেবিল, খেলার মাঠ, সুন্দর ভবন যেমন দরকার তেমনি দরকার যোগ্য শিক্ষকমন্ডলী, সুস্থ শিক্ষা-পরিবেশ এবং উন্নত ও যুগোপযোগী পাঠ্যসূচী। যে কেহ স্বীকার করিবেন, আমাদের শিক্ষা এবং শিক্ষাঙ্গনের মূল সমস্যা নিছক শিক্ষকের সংখ্যাল্পতা কিংবা শিক্ষার সরঞ্জাম বা উপকরণের অভাব নয়, মূল সমস্যা হইতেছে সকল স্তরের স্কুল-কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যোগ্য শিক্ষক না পাওয়া, শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ পরিবেশ না থাকা, পাঠ্যসূচীর অসম্পূর্ণতা এবং নিম্নমান ইত্যাদি। বেদনাদায়ক এবং উদ্বেগজনক হইলেও সত্য, বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ, ভবন সংস্কার, শিক্ষক নিয়োগ, বিদ্যালয় সজ্জিতকরণ ইত্যাকার বিষয়ে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গৃহীত হইলেও উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষা-পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় মনোযোগ ও দৃষ্টিপাত বলিতে গেলে প্রায় একেবারেই নাই। ফল যাহা হওয়ার তাহাই হইতেছে। অযোগ্য শিক্ষকের কাছে পাঠ গ্রহণ করিয়া, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের মাধ্যমে ডিগ্রী অর্জন করিয়া অযোগ্য ও অসমর্থ প্রজন্ম তৈরী হইয়া চলিয়াছে। ভবিষ্যতে ইহার বিষময় ফল গোটা জাতির অগ্রযাত্রাকেই বাধাগ্রস্ত ও বিঘ্নিত করিতে বাধ্য।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গেই ফিরিয়া আসা যাক। দেশের কিছুসংখ্যক উচ্চ মান-সম্পন্ন স্কুল-কলেজের মতো নানা স্থানে কিছু ভালো, উন্নতমানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ও আছে। সেসব বিদ্যালয়ে যোগ্য শিক্ষক রহিয়াছেন, রহিয়াছে শিক্ষার পরিবেশ, আছে অন্যান্য সরঞ্জাম ও উপকরণ থাকার পাশাপাশি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জন্য উপযুক্ত বিনোদন ও পাঠাগারের ব্যবস্থা। পৃথিবী নিয়ত পরিবর্তনশীল। তথ্য ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ঘটিতেছে নব নব উদ্ভাবন। পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীর প্রযুক্তি-বিপ্লব এবং হালচালের সহিত পরিচিতি সাধনের নিমিত্ত শিক্ষকের জন্য দরকার ঘন ঘন প্রশিক্ষণের। নতুবা ছাত্র-ছাত্রীদের তাহারা কিভাবে আপ-টু-ডেট বা সময়োপযোগী শিক্ষা দিবেন? দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের সরকার এবং শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ উন্নত মান-সম্পন্ন শিক্ষক তৈরীর বিষয়টাকে কোনকালেই তেমন গুরুত্ব দেন নাই। যাহারা ফেলটুস-মার্কা ছাত্র ছিলেন, কোথাও চাকুরী-বাকুরী না পাইয়া সাধারণতঃ তাহারাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরী নেন। অনেক শিক্ষক নিজেরাই কিছু জানেন না, ছাত্রদের শিখাইবেন কি? সীমাবদ্ধ যোগ্যতা সত্ত্বেও যাহারা নিজেদের সততা ও আন্তরিকতা গুণে অনুরুদ্ধ হইয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো পড়াইতে চান, বিদ্যালয়ে উপযুক্ত পাঠাগার না থাকায় এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকাতে সেইসব শিক্ষকও শেষ পর্যন্ত গতানুগতিক উপায়ে তোতা পাখির বুলি শিখাইবার কাজেই নিজেদের নিয়োগ করিতে বাধ্য হন।

শিক্ষা- ব্যবস্থায় সবচাইতে বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত উন্নত মানসম্পন্ন এবং শিক্ষা কাজে নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক সৃষ্টির বিষয়টাকে। যে কোন উন্নত দেশে কোয়ালিটি টিচিং বা গুণ ও মান-সম্পন্ন শিক্ষকতাই শিক্ষার মূল ভিত্তি। এডুকেশন সার্ভিসকে এই প্রয়োজনে গোড়া হইতেই ঢালিয়া সাজান হয়। আমাদের দেশে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আছে, শিক্ষক, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, ভাইস চ্যান্সেলর আছেন, কিন্তু শিক্ষকোচিতো ব্যক্তিত্বের অধিকারী শিক্ষক কতজন আছেন তাহা বলা সহজ নয়। ভুল শিক্ষা-ব্যবস্থা, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা-সূচী এবং রাজনীতি-উপদ্রুত অসুস্থ শিক্ষা-পরিবেশে দুই-চারজন নিবেদিতপ্রাণ উপযুক্ত শিক্ষক থাকিলেও সত্যিকারের ব্যক্তিত্ব ও মেধাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব খুবই প্রকট।

আমাদের ন্যায় দরিদ্র দেশে চাইলেই সবকিছু করিয়া ফেলা যায় না ইহা সত্য। উপযুক্ত এবং নিবেদিত-প্রাণ শিক্ষক গড়িবার জন্য প্রচুর অর্থও দরকার। শিক্ষকের ব্যক্তিত্বকে মূল্য দিতে হইলে সম্মান দেওয়ার পাশাপাশি উপযুক্ত বেতন-কাঠামোর ব্যবস্থাও করিতে হইবে। দরিদ্র দেশে অত অর্থ বা সামর্থ্য কোথায়? তবে বাংলাদেশের চেয়েও দরিদ্র বেশ কয়েকটি দেশ কিন্তু অর্থ ও সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা সত্ত্বেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে উপযুক্ত শিক্ষক তৈরী এবং সেইসব নিবেদিত-প্রাণ শিক্ষক ব্যক্তিত্বদের ধরিয়া রাখার জন্য অর্থায়নের ব্যবস্থা নিতে কার্পণ্য করে নাই। কারণ উপযুক্ত শিক্ষক তৈরী একটা ভালো এবং লাভজনক বিনিয়োগ হিসাবে আধুনিক অর্থ-পরিকল্পনায় সমাদৃত। বাংলাদেশ দরিদ্র হইলেও প্রতিবছর শিক্ষা খাতে নেহায়েত কম অর্থ বরাদ্দ বা ব্যয় হয় না। এই ব্যয় হইতে নীটফল হিসাবে কি পাওয়া যায়, সেই প্রশ্ন অবশ্যই পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।